শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ

পর্ব ৭

গণতন্ত্র ও শিক্ষা

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ
সি - ২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী - ১১০০১৬

অনুবাদক ও প্রকাশক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত, সভাপতি, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী
অধ্যাপক সি. এইচ. কে. মিশ্র, পরামর্শদাতা, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী

পর্ব রচয়িতা

পর্ব ৬ ঃ ডঃ আর. এল. ফুতেলা, সি আই ই টি, এন সি ই আর টি, নতুন দিল্লী, সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ ডঃ পি. কে মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা —শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা
পর্ব ৯ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা—শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা

পর্যালোচক

পর্ব ৬ ঃ ডঃ এম. সি. শর্মা, স্কুল অব এডুকেশন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ অধ্যাপক এম. আর. মহান্তি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৯ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিলিপি সম্পাদনা ঃ বি নটরাজন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, সি - ২/১০ সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লী - ১১০০১৬ এর পক্ষে সদস্য সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শাহদ্রা, দিল্লী - ১১০০৩২ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা গ্রন্থসত্ত্ব ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা - ১৯
বঙ্গানুবাদটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে, অধিকর্তা ডঃ মধুসূদন চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দুর্গাপিথুরী লেন, কলিকাতা - ১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত নকশার দ্বিতীয় খন্ডের মুখবন্ধ

আমরা আনন্দের সঙ্গে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক আরো চারটি পর্বের বর্তমান খন্ডটি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের হাতে তুলি দিচ্ছি। একই বিষয়ে ১৯৯৫ - ৯৬ সালে ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি পর্ব সমন্বিত প্রথম খন্ডটি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট প্রশংসা সূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এন. সি. টি. ই কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক প্রকল্পের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ইতিবাচক সামাজিক বাণী বহনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

পূর্ববর্তী খন্ডটিতে, যে পর্বগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল তা হল, — মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ ভূমিকা, বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মানবাধিকার, প্রায়োগিক কলাকৌশল এবং নারী শিশুর অধিকার। বর্তমান খন্ডটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, — **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র,সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।** জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের উপযোগী কোনো ধরণের উপাদানই লভ্য নয়। প্রথম পর্বে উপজীব্য বিষয় হল রাষ্ট্রসংঘের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সম্মেলন, শেষ তিনটি পর্বে বিস্তৃতভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি এগুলি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কিছুটা আইনি শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী হবে, যা আমাদের দেশে নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধের উন্নত উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

এই পর্ব গুলি রচনার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায় — যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে লিখিত উপাদানগুলিতে রচয়িতাদের রাজনৈতিক মতামতের ছাপ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়তে পারে এবং তাতে অনাবশ্যক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই পর্ব গুলিতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা রচয়িতাদের নিজস্ব, এন. সি. টি. ই-র নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এও বলে রাখা ভাল যে পূর্ববর্তী খন্ডটির মত এই পর্ব গুলিও পূর্ণাঙ্গ রচনার খসড়া মাত্র। পাঠক/পাঠিকা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে রচনাগুলির মান উন্নয়নে যে কোনো প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি।

এই পর্ব গুলির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এন. সি. ই . আর. টি, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ্‌রা যাঁরা এই পর্বগুলি রচনার জন্য সময় ব্যয় করেছেন এবং আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লীর ডঃ এন. সি. শর্মা, যিনি এই পর্ব গুলি সম্পাদনা করেছেন তাঁদের সকলের অবদানের কথা স্বীকার করছি। আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় এম. আর. মহান্তি এবং এল. এন. মিশ্রের নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যাঁরা অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক পর্বটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

জে. এস. রাজপুত
সভাপতি
এন. সি. টি. ই.
নতুন দিল্লী

অনুবাদকের কথা

মানবাধিকার বর্তমান পৃথিবীতে একটি বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু মানবাধিকারের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যথেষ্ট তৎপর হলেও মানবাধিকারের ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকগুলির বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনও আশানুরূপ ভাবে স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ছাত্রাবস্থা থেকেই সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকরা যাতে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন তার জন্য এন. সি. টি. ই তথা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ, নতুন দিল্লী নানা ধরণের পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এই সংস্থা **"হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ন্যাশনাল ভ্যাল্যুস্ ফর টিচার এডুকেটরস্"** এই শিরোনামের মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে দুটি খন্ডে মোট নয়টি পর্ব পুস্তিকাকারে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এন. সি. টি. ই-র অনুরোধক্রমে আমি নিজে ইতি মধ্যেই প্রথম পাঁচটি পর্ব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি। এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সেগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে।

এন. সি. টি. ই পুনরায় অনুরোধ করার ফলে আমি বর্তমান চারটি পর্ব যথাক্রমে— **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা, সাম্যবাদ ও শিক্ষা এবং শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা** অনুবাদ ও প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এই চারটি পর্ব একত্রে দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে। আমার এই প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানো যাতে তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদেরকে মানবাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এবং এই ভাবেই মানবাধিকারের বিভিন্ন ধরণগুলি বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রোথিত হবে বলে আমি আশা করি। এই সব কারণে আমি নিজেই বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছি। নিজের নানা ব্যস্ততা এবং পরিভাষার অপ্রতুলতার জন্য অনুবাদে যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় একান্তভাবেই আমার উপর ন্যস্ত।

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত বর্তমান অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ ও খসড়া পরিমার্জনের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রী নিলয় মুখার্জ্জী, ডঃ তীর্থঙ্কর পুরকায়স্থ এবং ডঃ মিতা চক্রবর্তী। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর, ১৯৯৮

শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ

আপনারা এইখানে আছেন

পর্ব ৬	শিশুর অধিকার ডঃ আর.এল.ফুটেলা *(Dr. R.L.Phutela)* সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার *(Ms.Sandhya Kumar)*
পর্ব ৭	গণতন্ত্র ও শিক্ষা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)* ←
পর্ব ৮	সাম্যবাদ ও শিক্ষা, ভারতীয় অভিজ্ঞতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms. Vandana Sharma)*
পর্ব ৯	শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr. P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms Vandana Sharma)*

সাধারণ নির্দেশিকা

১. এটি একটি স্বশিক্ষণ উপাদান। প্রতিটি রচনা শুরু হয় তার অবয়ব, উদ্দেশ্যসমূহ এবং ভূমিকা সহ। এগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি রচনাটির ব্যাপ্তি এবং অভিমুখ সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করে। এগুলি মন দিয়ে পড়ুন। এই রচনাটি নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এগুলি স্মরণ রাখবেন।

২. বিষয়বস্তুকে অংশ ও উপঅংশে চিহ্নিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তারপর 'আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন' শিরোনামে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অংশ এবং উপঅংশ গুলি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনাদের উত্তরগুলি পুস্তিকায় শেষে প্রদত্ত ঈঙ্গিত থেকে বিচার করুন। আপনারা যদি সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন, ভাল কথা, এগিয়ে যান। অন্যথায় অংশ, উপ-অংশগুলি আবার পড়ুন এবং পুনরায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

৩. পর্ব গুলির প্রতি পাতায় দুই পাশে দৃষ্টি আকর্ষণী মন্তব্য লিখে রাখা উপকারে আসে। এই জন্য পুস্তিকার প্রতি পাতায় অনেকখানি জায়গা রাখা আছে।

৪. মানবাধিকার শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং এই পাঠ্য বস্তুর রচয়িতাদের মধ্যে বহু আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রথম খসড়া হিসাবে এই রচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। এন. সি টি. ই তে আপনাদের পাঠান মন্তব্য/প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পাঠ্য ৭
গণতন্ত্র ও শিক্ষা

অবয়ব

৭.১.ভূমিকা

এই রচনায় আপনারা সর্বসমন্বিতভাবে জানবেন কিভাবে মানব সভ্যতার উন্মেষের কাল থেকে গণতন্ত্রের ধারণাটি বিবর্তিত হয়ে এসেছে। আপনারা আরো শিখবেন কিভাবে বিদ্যালয়ে এবং পরিবারের মধ্যে একটি সংবেদনশীল শিশুর মনে গণতন্ত্রের ধারণাটি প্রোথিত করে দেওয়া যায়। গণতন্ত্রের বিভিন্ন শিক্ষামূলক তাৎপর্যও আলোচিত হবে। আপনারা দেখবেন কিভাবে শ্রেণীকক্ষে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজে এবং দৈনন্দিন নানান অবস্থায় জীবনচর্যা হিসেবে গণতন্ত্রের ধারণাটি শিশুর মনে প্রবিষ্ট করে দেওয়া যায়।

৭.২. উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে ঃ

- গণতন্ত্রের ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা।
- গণতন্ত্রে শিক্ষকতার গুরুত্বটি বোঝা।
- গণতন্ত্র শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ তুলে ধরা।

গণতন্ত্রের সাথে জনগণের অধিকার ও কর্তব্যের যোগসূত্র স্থাপন করা।

৭.৩. গণতন্ত্র ঃ মূল ধারণাগুলি

আপনারা জানেন, গণতন্ত্র কথাটিকে নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে এটি হলো মানবজাতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সারাৎসার। আবার কেউ কেউ একে দেখেছেন একটি শাসন প্রক্রিয়া হিসেবে। আবার অনেকে আছেন যাঁরা গণতন্ত্রকে সামাজিক প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে দেখতে চান। গণতন্ত্র হলো মানুষের আত্ম নিয়ন্ত্রনের প্রক্রিয়া। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র একটি জীবনচর্যা। আসুন, আমরা শুরুতেই গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণাগুলি তুলে ধরি।

৭.৩.১. গণতন্ত্রের অর্থ ঃ একটি ব্যাখ্যা

আসুন কতকগুলি আদর্শ সংজ্ঞা থেকে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি ধারণাকে চিনে নিই।

ব্রাইস মনে করেন যে, "গণতন্ত্রের একমাত্র অর্থ হলো সাধারণ মানুষের শাসন, যারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ইচ্ছা ঘোষণা করবে"। (Democracy really means nothing more or less than the rule of the whole people, expressing their Sovereign will by their votes").

সীলি বলেন,"গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা প্রত্যেকেই যার অংশীদার"। (Democracy is a government is which everyone has a share).

ডাইসি বিশ্বাস করেন, "গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যাতে. গোটা রাষ্ট্রের তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ অংশের উপর শাসন ভার ন্যস্ত"। (Democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the entire nature).

সার্তরি বলেন, "গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো তাতে সরকার হবে দায়বদ্ধ ও তার কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত এবং সর্বোপরি তার কার্যকারিতার বিচার হবে, নেতৃত্বের কার্যকারিতা ও দক্ষতার নিরিখে"। (A democratic political system is one that makes the government responsible and recountable and its effectiveness depends first and foremost on the efficiency and skill of its leadership).

লিপসেট বলেন, "গণতন্ত্র হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাতে সরকারী পদাধিকারীদের পরিবর্তন ঘটানোর আইনসম্মত সাংবিধানিক সুযোগ রয়েছে। এটি একটি সামাজিক পদ্ধতি যার ফলে জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ অংশ রাজনৈতিক পদ লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে বেছে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রভাব ফেলতে পারে"। (Democracy is a political system which supplies regular constitutional oportunities for changing the government officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence their decisions by choosing among contenders for political office).

ম্যাকফার্সনের মতে, "গণতন্ত্র হলো সরকার নির্বাচন ও তাকে ক্ষমতা প্রদান অথবা অন্যকোনো ভাবে আইন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পন্থা"। (Democracy is merely a mechanism for choosing and authorising government or in some other body getting laws and political decision made).

ম্যাকাইভার বলেন,"গণতন্ত্র মানে কেবল বৃহত্তম গোষ্ঠী দ্বারা বা অন্যকোনো প্রকারের শাসন নয়। প্রথমত এটি হলো কে শাসন করবে এবং মোটের উপর কী উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নিরূপণ করার উপায়"। (Democracy is not a way of governing either by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends).

বর্নিস মনে করেন "আদর্শগত ভাবে গণতন্ত্র হলো একটি সমান অধিকারের সমাজ কারণ সেখানে প্রত্যেকেই সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য ও অংশ"। (Democracy as an ideal is a Society of equals in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole).

ল্যাস্কির মতে, "ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের কোনো পদ্ধতি বাৎলাতে পারছে না। এটি ভাবলে ভুল হবে যে উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের কল্যাণে নিয়োজিত থেকেছে"। (A democratic state no longer provides the technique of peaceful change in the existing era of transition from Capitalism to Socialism. It is also an illusion to think that the liberal state has worked in the interests of an overwhelming majority of the community).

কার্ল মার্ক্সের কাছে গণতন্ত্রের মানে হলো "এক সংঘবদ্ধতা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ হলো সকলের স্বাধীন বিকাশের পূর্বশর্ত"। (An association in which the free development of each is the condition of the free development of all)

লেনিন মনে করেন যে "ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সামন্তপ্রথা থেকে ধনতন্ত্রে এবং ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উন্নীত হওয়ার পথে গণতন্ত্র একটি অন্যতম ধাপ"।

আসুন এবার কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাগুলিকে সংক্ষেপে সাজিয়ে নিই। এদের মধ্যে কতকগুলি ধারণা গণতন্ত্রকে ঐতিহাসিক সত্যের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চায়, আবার কতকগুলি চেষ্টা করে গণতন্ত্রের ধারণাকে মূর্তরূপ দান করতে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাইস গণতন্ত্রকে যথাসময়ে অর্জিতব্য একটি আদর্শ হিসেবে দেখেন।

যাঁরা গণতন্ত্রকে একটি প্রক্রিয়া (mechanism) হিসেবে দেখেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শাম্পেটার, ডাল লিন্ডলেম ও পিটার বাখরাখ। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা গণতন্ত্রকে দেখেন "লক্ষ্য ও লক্ষ্যপূরণের পন্থা" সম্পর্কিত মূল্যবোধ হিসেবে, যেমন ম্যাকফার্সন (Macpherson)। তাঁর গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় জোর দেন মানুষের পারস্পরিক বিকাশের ওপর। তাঁর মতে মানুষের কাছে স্বাধীনতা এনে দিয়ে গণতন্ত্র 'অধিকারী' হিসেবে তাকে পাল্টে দেয়। সেই সাথে গণতন্ত্র মানুষকে 'স্রষ্টার' আসনে বসিয়ে তার সৃষ্টিশীল বৃত্তিকে উৎসাহিত করে।

রল্‌স্ গণতন্ত্রকে ন্যায় বা সুবিচারের সাথে মিলিয়ে দেখতে চান। হায়েক মূলতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে দেখেন।

এঁদের মধ্যে অধিকাংশ পন্ডিতই গণতন্ত্রকে দেখেন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। সামন্ততন্ত্র থেকে ক্রম বিকশিত হয়ে সর্বশেষে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আবির্ভাবে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ রচনা হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত দেশ ও পূর্ব-ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলেও পন্ডিতরা এখনও, সোভিয়েত পরবর্তীকালে সকল বিতর্কে গণতন্ত্রকে একটি মূল্যবোধ হিসেবে দেখতে চান। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাঁরা তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন।

অন্য কথায় যাওয়ার আগে, উপরিল্লিখিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা থেকে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা যাক নীচের ৭.১. সারণীর সাহায্যে

সারণী ঃ ৭.১

চিন্তাবিদ্	গণতন্ত্র সম্পর্কে নানা ধারনা
ব্রাইস	ভোটের মাধ্যমে জনগণের শাসন
সিলি	সরকারে প্রত্যেকের অংশীদারিত্ব
ডাইসি	জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ নিয়ে গঠিত শাসককুল
লিঙ্কন	জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসন
সার্তরি	দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি করতে প্রস্তুত সরকার
লিপসেট	সরকার পরিবর্তনের আইনানুগ সুযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার সামাজিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা
হায়েক	ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা
রল্‌স্	ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়া
ম্যাকফার্সন	রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী করা
ম্যাকইভার	কে এবং কোন লক্ষ্যে শাসন করবে তা নির্ধারিত করার পন্থা
বার্নস	সমতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন সুনিশ্চিত করা
ল্যাস্কি	এটি ভাবা ভুল যে উদারনৈতিক রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের কল্যাণ সাধন করে।
মার্ক্স	একটি সংঘবদ্ধতা যেখানে ব্যক্তির বিকাশ সমগ্রের বিকাশের পূর্বশর্ত
লেনিন	সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে এবং ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পথে গণতন্ত্র একটি অন্যতম পর্যায়

গণতন্ত্রকে বোঝার প্রধান পদ্ধতিগুলো অলোচনা করার অগে আসুন আমরা নিজেদের একটি ছোট্ট পরীক্ষা নিই।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

গণতন্ত্র বিষয়ে নিম্নলিখিত পন্ডিতদের ধারণা কিরূপ? ২ বা ৩ পংক্তিতে লিখুন।

(ক) ব্রাইস
(খ) ডাইসি
(গ) সার্তরি
(ঘ) ম্যাকফার্সন
(ঙ) হায়েক
(চ) রল্‌স্

৭.৩.২. প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিচার করে আমরা গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি।

১. গণতন্ত্র একটি বহুমুখী ধারণা এবং তাতে জড়িয়ে অছে নানান বিষয় যেমন রাজনৈতিক মতবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি, নৈতিক নীতিমালা, শাসনব্যবস্থার রূপ এবং জীবনচর্যা।

২. পাশ্চাত্যদেশে গণতান্ত্রিক সরকার মানে হলো এমন একটি সরকার যা তার নাগরিকদের সর্বাধিক স্বাধীনতা দিতে পারে।

৩. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমতার ধারণা স্বাধীনতার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক ব্যাপারে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

৪. ডেমোক্রেসি শব্দটি গ্রীক শব্দ ডেমোস্ (বা জনগণ) এবং ক্রেটোস (বা ক্ষমতা) থেকে উদ্ভুত। অর্থাৎ তা হল জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার।

৫. গণতন্ত্রে শাসনের ক্ষমতা জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠাংশের উপর ন্যস্ত থাকে, যদিও সেখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা অটুট থাকে। অনেকগুলি জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে কোনো দল এককভাবে অথবা কয়েকটি দল সম্মিলিতভাবে লোকসভা বা বিধানসভায় অধিকাংশ আসন দখল করে নিয়ে সরকার তৈরী করতে পারে।

৬. গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মৌল অধিকারগুলি রক্ষিত হওয়া চাই এবং তাকে জনকল্যাণের মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে। ই. এম. বানর্স তাঁর 'আইডিয়াস অব কনফ্লিক্ট' গ্রন্থে যেমন বলেছেন, ''আধুনিক যুগের বিভিন্ন বৌদ্ধিক আবিষ্কারের হাত ধরে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারলে (গণতান্ত্রিক) আদর্শ এখন মানবজাতিকে প্রাচুর্য আর স্বাধীনতার স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, ও রোগভোগের ভার লাঘব করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।''

৭. গণতন্ত্র মানে হলো আলোচনার মাধ্যমে শাসন। একে সম্মতি অথবা জনগণের সমালোচনার উপর নির্ভরশীল সরকার বলেও গণ্য করা হয়। বলা হয়, একজন মানুষ শাসিত হতে পারে কেবল তার নিজের সম্মতিতে। সম্মতি মানে যে কোনো আইনের অনুমোদন নয়। তার মানে হলো কে আইন তৈরী করবে সে বিষয়ে সম্মতি।

৮. গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়। এটি একটি জীবনচর্যা। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও যেমন খুশী বাঁচার স্বাধীনতা পরস্পরের হাত ধরে হাঁটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্মান সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়।

৯. রাষ্ট্রের সীমানা ছাপিয়ে গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং সমতা, ন্যায়, ও যুক্তির ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ণয়ের স্বপক্ষে। এটি যে কোনো প্রকার আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরোধী। অন্য কথায়, নির্জোট আন্দোলনের যা অন্যতম লক্ষ্য, অর্থাৎ আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ, গণতন্ত্র তাকেই সমর্থন করে।

মার্কসবাদীরা গণতন্ত্রের একটি মৌল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে হলো শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে পরিচালিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে (শ্রমিক) শোষণ করে না এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। নিঃসন্দেহে পূর্বতন অনেক কম্যুনিস্ট সমাজেই ভয়ংকর শ্রেণীসংগ্রামের পরে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এই মার্ক্সীয় আপ্তবাক্য ফলপ্রসূ হয় নি।

১০. ভারতীয় সংবিধান গণতন্ত্রকে একটি আদর্শ সরকার হিসেবে দেখে যা (১) সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ও (২) মৌলিক নাগরিক অধিকার রক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

৭.২. গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি

বহুমুখী ধারণা (আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন সহ)

- চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
- স্বাধীনতা ও সমতার এক বিচক্ষণ মিশ্রণ
- এটি জনগণকেন্দ্রিক
- সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নিশ্চিত করা
- জনগণের অধিকারের অভিভাবক
- অংশগ্রহণী দৃষ্টিভঙ্গী
- মানুষের মর্যাদার সম্মান দান
- আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিস্তৃত করে
- শোষণ ন্যূনতম করে

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

১ গণতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত করুন

২. ভারতীয় গণতন্ত্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করুন

৭.৩.৩. গণতন্ত্র শুধু একটি আদর্শ নয়

প্রথাগতভাবে গণতন্ত্র হল ভিন্নমত পোষন করার অধিকারসহ বিভিন্ন ধারণার সহাবস্থান। এই ব্যবস্থায় আদর্শগত বৈষম্যের সমাধান হবে বন্দুকের গুলির মাধ্যমে নয়, ভোট দানের মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এক একটি ভাবনা জয়ী হয় এবং তার দ্বারাই জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হয়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে এইভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ জনগণের প্রধান ভাবনাকে মূল্য দিতে শেখে। গণতন্ত্রে সরকারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক দলগুলি হলো বিভিন্ন ভাবনার বাহক। গণতন্ত্রে যেহেতু বিভিন্ন ধারণার পরিপোষন সম্ভব হয়, সেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও থাকে। রাজনৈতিক দলগুলির ভেতর দিয়েই ''ভাবনাগুলি সামাজিক উৎস থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রবিষ্ট হয়'' (বার্কার পৃ ঃ ১২০)। রাজনৈতিক দলগুলি তাই সমাজ ও রাজনৈতিক শাসনযন্ত্রের মধ্যে সেতুস্বরূপ।

এইভাবে উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, গণতান্ত্রিক শাসন যে সকল আবশ্যিক শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল সেগুলি হলো, (১)বিভিন্ন ধারণার সহাবস্থান (২) খোলা মনে আলোচনার অধিকার (৩) প্রাপ্তবয়স্কের সার্বিক ভোটাধিকার এবং (৪) সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত নির্বাচন। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র মানে শুধু গণতান্ত্রিক সরকার নয়, গণতান্ত্রিক সমাজও বটে। গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধারণার শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা। সেটি সম্ভব করতে হলে সকল মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যুক্তির প্রাধান্য থাকা চাই। পেশীর শাসন গণতন্ত্রের পরিপন্থী, কারণ তা যুক্তিকে ধ্বংস করে। কাজেই আদর্শ গণতন্ত্র হলো এমন একটি সমাজ যেখানে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই বিশ্বাস করে যে অলোচনার প্রক্রিয়ায় যোগদানের মাধ্যমে সে ধারণা ও অনুভবের সাধারণ স্রোতে তার নিজস্ব অবদান রেখে যেতে পারে। সকলেই বার্নস এর এই মত মানবেন যে ''আদর্শ গণতন্ত্র হলো সমতার ভিত্তিতে গঠিত একটি সমাজ যেখানে প্রত্যেকেই সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাছাড়া গণতন্ত্র মানে হলো পরস্পরের কাজের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করা। গণতন্ত্রে সরকারের কাজ মানেই হলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজ, আর তাই সেখানে জনগণের নিজস্ব নৈতিক দায়িত্ব জড়িত থাকে।''

জন্ম বা সম্পদ ভিত্তিক কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার আদর্শ গণতন্ত্রে নেই। এর ভিত্তি হলো এই যে সমান অধিকারের সামাজিক পরিবেশেই মানুষের বৌদ্ধিক ও নৈতিক স্বাতন্ত্র্যের সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ সম্ভব হতে পারে। তাই আদর্শ গণতন্ত্র কোনো সমরূপের কথা বলে না, এটি হলো বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমাবেশে তৈরী সমাজের একটি স্বপ্ন। অন্য কথায়, গণতান্ত্রিক সমাজ হলো স্বাধীন, সমান, ক্রিয়াশীল এবং বুদ্ধিমান নাগরিকদের দ্বারা গঠিত একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি নর/নারী তার নিজের জীবনধারা স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে এবং অন্যকেও বেছে নিতে দিতে প্রস্তুত।

গণতান্ত্রিক আদর্শ আন্তঃ গোষ্ঠী সম্পর্কের কথাও বলে। মানবব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি নির্ভর করে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সমাজের সম্মিলিত জীবনের উপর, যেখানে প্রতিটি গোষ্ঠীই জীবনের বিবিধ প্রায়োজন মিটিয়ে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে উঠতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একই উপাদানে গঠিত বা একবর্ণ নয়, তাতে নানা রঙের সহাবস্থান এবং সেগুলি কার্মিক (functional) বিবিধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক আদর্শের কেন্দ্র বিন্দু হলো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্বাধিকার বা যাকে বলা যেতে পারে 'প্রাতিষ্ঠানিক বহুত্ব'(Institutional Pluralism)

আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আদর্শ মানে হলো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং যুক্তি, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক স্থাপন করা। নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠ জীবনধারণ পদ্ধতি তৈরী করে নিতে প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠীকে আপন ভাগ্যনিয়ামক হবার অধিকার দিতে হবে। প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও গণসংযোগ মাধ্যমের প্রসারের ফলে আন্তঃরাষ্ট্র যোগাযোগ

আজ আর এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যোগাযোগের ফলে যদি হানাহানি ও শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তাহলে গণতন্ত্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তির নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য যুক্তিনিষ্ঠ আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের প্রয়োজন আছে।

গণতান্ত্রিক আদর্শকে তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও বহুত্ববাদ (Pluralism) এর এক মিশ্রণ বলা যেতে পারে। এই আদর্শকে গোঁড়ামির পর্যায়ে নামিয়ে আনলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ হবে। কারণ, গণতন্ত্র গোঁড়ামির পরিপন্থী। ম্যাকাইভার বলেন "গণতন্ত্র কেবল, গরিষ্ঠ অংশের দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে শাসনের পদ্ধতি নয়, এটি মূলতঃ কে শাসন করবে এবং মোটের উপর কেন শাসন করবে সেটি নিরূপণ করার প্রক্রিয়া" (ম্যাকাইভার, দি ওয়েব অফ গভর্নমেন্ট পৃঃ ১৯৮)

মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের আদর্শের একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া গেল। এবারে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

প্রথম সারণিতে গণতন্ত্রের কিছু দিক সম্পর্কে বলা আছে। এদের প্রত্যেকটিকে দ্বিতীয় সারণিতে দেওয়া বর্ণনার সাথে মেলান

সারণি১	সারণি ২
(ক) গণতন্ত্র প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ভাবনার সহাবস্থানের উপর নির্ভরশীল। তার অর্থ হলো	(ক) এগুলি হলো মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে সমাজের ভাবনাগুলি রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে
(খ) গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলের বহুত্বের ওপর নির্ভর করে কারণ	(খ) বিভিন্ন ভাবনার সহাবস্থান, খোলামনে আলোচনার সুযোগ, প্রাপ্তবয়স্কের সার্বিক ভোটাধিকার এবং সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন
(গ) শাসন পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্র	(গ) স্বতন্ত্র মত পোষণের অধিকার এবং সকল বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উপর জোর।
(ঘ) গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি হলো	(ঘ) বড় ছোট সকল রাষ্ট্রের সমান সুযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে ন্যায় ও যুক্তির প্রাধান্য
(ঙ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের অর্থ হল........	(ঙ) বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব বাদ (Cultural Pluralism)

৭.৩.৪. শাসনপ্রণালী হিসেবে গণতন্ত্র

গণতন্ত্রকে দেখা হয় একটি আদর্শ শাসন প্রণালী হিসেবে। একটি শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যায় তখনই যখন তা জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যভাষায়, এটি 'জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য সরকার' এই লিঙ্কনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

গেটেল, ব্রাইস, সিলি, হল এবং ডাইসি র মত অনেক পন্ডিত সুস্পষ্টভাবে এই আদর্শ শাসনপ্রণালী চিহ্নিত করেছেন। এঁরা সকলেই জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের উপর।

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় জনগণ অনেকভাবেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন, একটি পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিচালিত নির্বাচনের মাধ্যমে, জনপ্রতিনিধি

পছন্দ করতে পারেন। কার্যকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই নির্বাচিত প্রতিনিধির অপসারণের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য গণভোট (Referundum) এবং উদ্যোগ (Initiative) এর ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে। প্রথমটিতে সরকার গৃহীত কোনো পদক্ষেপের উপর জনগণের ভোট গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে — যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের সই সংগ্রহ — যাতে সরকার জনগণের স্বার্থসাধনকারী কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হয়। এই মূহুর্তে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সরকারের উপরে জনগণের সরাসরি হস্তক্ষেপের উপযোগী কোনো প্রক্রিয়া চালু হয় নি। কিন্তু এদেশেও ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে, নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

৭.৩.৫. গণতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ

গণতন্ত্র শুধুমাত্র শাসনপ্রণালী নয়। কিছু কিছু পন্ডিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সমাজের কথা বলে থাকেন। গণতান্ত্রিক সরকার বলতে স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝায়। হার্নশ (Hearnshow) এর মতে, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তা হল সমগ্র জনগোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করবে এবং সব কাজের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।"

একটি বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থা ছাড়াও গণতন্ত্র মানে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণ রাজনৈতিক অধিকার ও আর্থসামাজিক সাম্য ভোগ করে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগ থাকার ফলে জনগণের সকল সংগঠন বা গোষ্ঠী ন্যায় বিচার পেতে পারে।

একইভাবে, গণতান্ত্রিক জীবনচর্যা ব্যতিরেকে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। জীবনের প্রতি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হলো সাম্যের নীতিতে বিশ্বাস ও প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্বতার উপর আস্থা রাখা। গণতান্ত্রিক জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে কী পার্থক্য লিখুন।
আপনার উত্তর ২ বা ৩টি বাক্যের বেশী হবে না

৭.৪. গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

পন্ডিতেরা নানাভাবে গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ না করে আসুন আমরা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত শ্রেণীবিভাগগুলি সম্পর্কে জেনে নিই।

৭.৪.১. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

এই ধরণের ব্যবস্থায় প্রতিনিধির উপর নির্ভর না করেই সমাজের সকল জনগণ শাসনের অধিকার ভোগ করে থাকে। প্রাচীন গ্রীসে প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি চালু ছিল। এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ফলে এথেন্সের নাগরিকেরা এক সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সুখী জীবনের অংশীদার এবং উচ্চতর জীবনের ফল উপভোগে সক্ষম ছিলেন। গণভোট ও উদ্যোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান কালে সুইজারল্যান্ডের জনগণ এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাদ পেয়ে থাকেন।

৭.৪.২. পরোক্ষ গণতন্ত্র

আধুনিক যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিপুল আকারের ও বিরাট জনসংখ্যাবিশিষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই এইসব রাষ্ট্রের শাসনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নয়। এইসব রাষ্ট্রগুলিতে, (যেমন আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জামনী, ভারত ইত্যাদি) জনগণ রাষ্ট্রপরিচালনায় কেবল পরোক্ষভাবে যোগ দিতে পারেন। প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সরকার নির্বাচন করতে পারেন এবং সেই সরকার তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

৭.৪.৩. উদারনৈতিক গণতন্ত্র

উদারনৈতিক মতবাদের ধ্রুপদী দর্শন হলো এই ধরণের গণতন্ত্রের ভিত্তি যা নির্ভর করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের ওপর। উদারনৈতিকদের মতে গণতন্ত্র হল নাগরিকদের একত্রিত করে জনগোষ্ঠী গঠন ও ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র সৃষ্টির উদারনৈতিক মূল্যবোধকে বাস্তবায়িত করার উপায়। কিন্তু ল্যাস্কি, ডাল, ম্যাকফার্সনের মতো পন্ডিতেরা উদার নৈতিক গণতন্ত্রের সুউচ্চ দাবী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ল্যাস্কি, বিশেষতঃ, উনবিংশ শতাব্দীতে উদার নৈতিক গণতন্ত্রের কিছু কিছু অবদান স্বীকার করেছেন। যেমন, এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সাধন ও জনগোষ্ঠীতে শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব হয়েছে এবং রাষ্ট্রে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। তবে, তাঁর মতে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজের গরিষ্ঠাংশের কল্যাণ সাধন করতে পেরেছে, এমন ভাবা ভুল।

৭.৪.৪. মার্ক্সীয় গণতন্ত্র

মার্ক্সবাদীরা গণতন্ত্রের মৌল মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। তাঁদের মতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে এক শ্রেণী দ্বারা অন্যশ্রেণীর শোষণ নেই। তাঁদের আদর্শ ন্যায় বিচারের উপর — সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় বিচার এবং শ্রেণীর বিলোপ সাধনের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে যতদিন সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ থাকবে ততদিন গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ অধরাই থেকে যাবে।

চিত্র ৭.২ ঃ গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	উদারনৈতিক	মার্ক্সীয়
যেমন,গ্রীক নগর রাষ্ট্রে	যেমন আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষে	যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ভারতবর্ষে	যেমন কিউবা, কোরিয়া, চীন পূর্বতন সোভিয়েত দেশে
সামগ্রিক জীবনে অংশীদারির উপরে জোর	প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের উপরে জোর	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপরে জোর	সাম্য এবং আর্থসামাজিক সমতার উপর জোর

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৫

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মার্ক্সীয় গণতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন

৭.৫. গণতন্ত্র শিক্ষামূলক

এক অর্থে গণতন্ত্র হলো জনশিক্ষা সংক্রান্ত একটি বৃহৎ পরীক্ষা। এটি আগ্রহ জাগায় ও তথ্য জোগায়। শাসিত জনগণের মধ্যে এটি সৃষ্টি করে এক উচ্চস্তরের মানসিকতা। যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রতিটি যুক্তিনিষ্ঠ মত আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। সকল জনসভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচিত হয়। ভাষণ দান করা হয়, নিবন্ধ রচিত হয়, কার্যক্রম রূপরেখা তৈরী করা হয় ও নীতি ঘোষণা করা হয়। এ সব কিছুর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল সমস্যার প্রতি জনসচেতনতার বিপুল উন্মেষ ঘটে। সি. ডি. বার্নসের মতে, "সব রাষ্ট্র পরিচালনা মানেই এক ধরনের শিক্ষাদান, তবে সেরা শিক্ষা হলো স্বশিক্ষা, আর সে কারণেই সেরা শাসন হলো স্বশাসন অর্থাৎ গণতন্ত্র।"

৭.৫.১. শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তি

শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরী করার সময় যাঁরা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁদের উচিত প্রতি পর্যায়ে গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করা। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কর্মী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক, পাঠ্যক্রম যাঁরা তৈরী করছেন তাঁরা এবং গবেষক) যাঁরা শিক্ষাদানের কাজে যুক্ত আছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঠ্যক্রম তৈরী করার সময় তাঁদের সবার সাথে আলোচনা করা উচিত। তা না হলে নির্ধারিত নীতি কার্যে পরিণত করার সময় গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেবে।

৭.৫.২. শিক্ষাদান - শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র

ভুললে চলবে না যে শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্রের চর্চা প্রয়োজন। শিক্ষক এক্ষেত্রে, কিভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করবেন? প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকই মতামত তৈরী করেন। যেমন শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিলিত হবেন তখন তাঁকে সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি ন্যায় ও সুবিচার করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতি যেহেতু স্পষ্টভাবেই একটি শ্রেণী-জাতি -ধর্ম নির্বিশেষে শ্রেণীহীন সমাজের সমর্থক, তাই শিক্ষকেরও উচিত শ্রেণীকক্ষে কোন বৈষম্য প্রদর্শন না করে সকল শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে তিনি কাউকে অনুগ্রহ করছেন না। তাঁর কাজ শুধু সততা ও সমতার ভিত্তিতে আপন ভূমিকা পালন করে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক গড়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশেই উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভ সম্ভব। এমনকি যদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরোধ বা বিবাদ দেখা দেয়, তাহলেও একজন আদর্শ শিক্ষক /শিক্ষিকা যত্ন ও সহানুভূতি দিয়ে সহজেই তা মিটিয়ে নিতে পারেন।

কাকে বলব গণতান্ত্রিক শিক্ষক?

এখন দেখা যাক কী হবে একজন গণতান্ত্রিক শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা। একদিকে তিনি হবেন সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছে প্রিয়। তাঁর আচরণে তাঁর নিরপেক্ষ আচরণ সম্পর্কে কারুর মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না। উজ্জ্বলতর ছাত্রদের প্রশংসা করার সাথে সাথে তিনি দুর্বলতর ছাত্ররা যাতে হতোদ্যম না হয়ে পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি দেবেন। অপরদিকে, তিনি মেধাহীন ছাত্রদের কিভাবে তারা তাদের ব্যর্থতা থেকেশিক্ষালাভ করে উপকৃত হতে পারে এবং পরবর্তী পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে, সে বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবেন। আপনি যখন শিক্ষক হিসেবে অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রীর সাথে কাজ করছেন তখন আপনাকে হতে হবে বাস্তব সচেতন এবং বাস্তবোচিত উপায়ে তাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া, শ্রেণীকক্ষের বাইরেও তাকে জনগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে কাজ করতে হবে। গ্রাম বা মহল্লা থেকে তাদের সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন মানুষ আপনার কাছে আসতে পারেন আপনার উপদেশ শোনার জন্য। সেই সব সমস্যা হতে পারে মেয়ের বিয়ে-সংক্রান্ত, ব্যাংকঋণ আলাপ আলোচনা অথবা দাবীদাওয়া জানিয়ে কোনো অধিকর্তার কাছে দরখাস্ত করা নিয়ে। সেখানে শিক্ষক একাধারে জ্ঞানদাতা, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছতা, সামঞ্জস্য ও ন্যায়পরায়ণাতার সুবাদে তিনি সকল গ্রামবাসীদের কাছে হয়ে উঠতে পারেন আদর্শস্বরূপ। তিনি তাদেরকে সমাজের নানা অসাম্য ও অবিচার সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তুলতে পারেন এবং ভেতর থেকে সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবী তুলতেও তাঁদের উৎসাহিত করে তুলতে পারেন। এমনকি তিনি গ্রামের অথবা ছোট ছোট শহরের দালালদের সন্দেহজনক চরিত্র সম্পর্কেও তাদের অবহিত করে তুলতে পারেন। জনগণের উন্নতির জন্য সরকার যে সব মঙ্গলজনক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তিনি সে সম্পর্কেও তাদের সচেতন করে তুলতে পারেন। এটাও সত্যি যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে সাম্যবাদ সম্ভব নয়। তাঁর চারপাশের মানুষের মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ অন্যান্যদের চাইতে অনেক বেশী পরিমানে রয়েছে শিক্ষকদের। তবে তিনি সে ভূমিকা পালন করতে পারবেন তখনই যখন তিনি নিজে স্ববিরোধের শিকার হবেন না। শিক্ষাদান-শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের কথা ভাবা যাক।

প্রথমতঃ "কেন আমরা গণতন্ত্রের শিক্ষা দেব?" শিক্ষক হিসেবে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করছি এবং তাদের সংবেদনশীল মনে গণতান্ত্রিক আদর্শ মুদ্রিত হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যুক্তিবাদ ও স্বচ্ছতা শিক্ষা করা দরকার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো "সকলের মতো শিক্ষকদেরও কেন গণতান্ত্রিক জীবনচর্যা জরুরী?" সকলের জীবনেই জীবনচর্যা হিসেবে গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। শিক্ষক যেহেতু সমাজের মতামত নির্মাণ করেন, তাই তাঁর বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করা উচিত।

শিক্ষকদের দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ লঙ্ঘনের কিছু নেতিবাচক উদাহরণ আছে। যেমন একজন শিক্ষক একদল শিক্ষার্থীর দিকে বেশী নজর দিতে পারেন আরেক দলের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে। আবার, কোনো সমস্যার সমাধানে অথবা মূল্যায়নের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় একজন শিক্ষক একপেশে আচরণ করতে পারেন।

গণতান্ত্রিক আদর্শ পালনের কিছু ইতিবাচক উদাহরণও দেওয়া যায়। যেমন যখন একজন শিক্ষক উজ্জ্বল এবং কম মেধাবিশিষ্ট উভয় ধরণের ছাত্র /ছাত্রীর প্রতিই সমান উৎসাহ দেখান, তখন তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকেই অনুসরণ

করছেন। শ্রেণীকক্ষে বা তার বাইরে শিক্ষকেরা কিভাবে গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন সে সম্পর্কে কিছু নির্দেশিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

(১) সকল ধরণের শিক্ষার্থীর প্রতি সমভাবাপন্ন আচরণ করুন।

(২) জাত, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করুন।

(৩) যারা কম সফল সেসব শিক্ষার্থীর প্রতি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মনোভাব দেখান।

(৪) যখনই সম্ভব শ্রেণীকক্ষের কাজে সকল ছাত্র/ছাত্রীকেঅংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন। তারা যত বেশী অংশ গ্রহণ করবে, তাদের গণতান্ত্রিক আচরণের সুযোগও বাড়বে তত বেশী। যখনই বিরোধ বা বিবাদ দেখা দেবে, তখনই কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করে, গণতান্ত্রিক উপায়ে তার মোকাবিলা করুন।

(৫) আপনার এলাকায় যে কারুর সাথে সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় সাম্য ও সুবিচারের উপর জোর দিন।

গণতন্ত্র শিক্ষাদান

শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে আপনার বোঝা দরকার যে আপনার শিক্ষার্থী-শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আচরণ অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। শ্রেণীকক্ষে পড়াবার বা পাঠ্যক্রম আলোচনা করার সময় গণতন্ত্রের প্রধান দিকগুলি তাদের আত্মস্থ করে নেওয়া দরকার। শ্রেণীকক্ষের বাইরে ও ভেতরে শেখাবার সময় অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে পারে। সেরকম কিছু পরিস্থিতির উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক)শিক্ষাদান পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী

ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ব্যতিরেকে একজন শিক্ষক তার বিষয়বস্তুর বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝাতে পারেন। ছাত্রছাত্রীর সাথে যোগাযোগহীন এই বক্তৃতা পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। অপরপক্ষে একজন শিক্ষক বক্তৃতা দিয়ে পড়াতে পারেন আবার সেইসাথে ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণেরও সুযোগ করে দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের সমস্যার কথা বলবে এবং শিক্ষকেরা তদের মতামতকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল ধ্যানধারণা ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং শিক্ষকদের মধ্যেও গণতান্ত্রিক আচরণের প্রসার হয়। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা, হাতে কলমে প্রদর্শন (demonstration), প্রকল্প ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণ বিকাশ লাভ করে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের ''মানব-ক্লোনিং'', ''পরিবেশ দূষণ'' ''পারিবারিক আদর্শ'' ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলা যেতে পারে, যাতে তারা তাদের মতামত খোলা মনে প্রকাশ করতে পারেন।

(খ) জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ

শিক্ষার্থী-শিক্ষাকদের গণতান্ত্রিক চেতনা অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাদেরকে জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন কাজে ও পরিকল্পনায় যুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'অভিভাবক-শিক্ষক সংগঠনের' সাথে সভায় মিলিত হতে বলা যেতে পারে। এইসব সভায় অভিভাবকদের সাথে তাঁরা ছাত্র/ছাত্রীদের ''বিদ্যালয় পরিত্যাগের'' সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং অভিভাবকরা মতামতে অংশ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার কোনো সমাধান সূত্রও বলে দিতে পারেন।

(গ) অনুশীলনী শিক্ষকতা

আপনি চাইবেন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতার আচরণের বিকাশ ঘটুক। সেজন্যে অনুশীলনী শিক্ষকতার সময় আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার শিক্ষার্থী-শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের সাথে গণতান্ত্রিক আচরণ করছেন কিনা। সেজন্যে তাঁর আচরণের একটি পরিমাপক আপনাকে স্থির করে নিতে হতে পারে। ভালো হয় যদি অনুশীলনী শিক্ষকতার সময়ে গণতান্ত্রিক আচরণের জন্য আপনার শিক্ষার্থী শিক্ষককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬

১. দুটি পরিস্থিতির উল্লেখ করুন যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের আচরণ
(ক) গণতান্ত্রিক (খ) অগণতান্ত্রিক

২. প্রত্যেকটি ২টি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন

(ক) শিক্ষক হিসেবে আপনি কিভাবে আপনার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখাবেন?

(খ) আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে মতামত-সংগঠকের ভূমিকা পালন করবেন?

----

৩. আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি শ্রেণীকক্ষ-পরিস্থিতির বর্ণনা দিন যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে ঃ

(ক) গণতান্ত্রিক আচরণ

(খ) অগণতান্ত্রিক আচরণ

(ক)--

(খ)--

৭.৬. সারসংক্ষেপ করা যাক

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে গণতন্ত্র একটি জীবনধারণ প্রণালী। গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণাকে চিহ্নিত করতে বিভিন্ন পন্ডিত এর বিভিন্ন রূপের উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা যেমন গণতন্ত্রকে একটি আদর্শ হিসেবে দেখেছি, তেমনি তাকে চিনেছি একটি শাসনপ্রক্রিয়া হিসেবে।

গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে আমরা তুলনা করেছি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাথে পরোক্ষ গণতন্ত্রের, উদার নৈতিক গণতন্ত্রের সাথে মার্ক্সীয় গণতন্ত্রের।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষা একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। পাঠ্যক্রমে গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি কিভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে তুলবেন।

৭.৭. আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ সূত্র

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

৭.৩.১. এবং ৭.১. সারণী দেখুন

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা, সকলের জন্য শিক্ষা এবং জীবনচর্যা।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

ক (ii), খ (i), গ (iv), ঘ (v), ঙ (iii)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে যথেষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৫

উদারনৈতিক গণতন্ত্র সকল মানব অধিকারের অবাধ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। মার্ক্সীয় গণতন্ত্র অপরপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অধিকারের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে।

অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬

(ক) ছাত্র/ছাত্রীদের বিভিন্ন দলের সাথে ব্যবহারে ন্যায় বিচার ও সততা বজায় রেখে

(খ) তাদের সমস্যাগুলিকে সহানুভূতির সাথে অনুধাবন করে এবং সেইসব সমস্যার যুক্তিনিষ্ঠ ও গণতান্ত্রিক সমাধানসূত্র অন্বেষণের মাধ্যমে

৭.৮. পাঠশেষের প্রশ্ন

গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন ও তার আদর্শ কতগুলি কতদূর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করা যেতে পারে, আলোচনা করুন।

আপনার উত্তর শুধু এই রচনায় সরবরাহ করা তথ্যের উপর নির্ভর নয়, শিক্ষক হিসেবে আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনার উত্তর ৬০০ শব্দের মধ্যে দিন।